চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্যকশিপুর সন্ত্রাস

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয়ে তার অপব্যবহার করে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের কিভাবে উৎপীড়িত করেছিল, তার পূর্ণ বর্ণনা এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

হিরণ্যকশিপু তার কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং তার অভীষ্ট বর লাভ করেছিল। সেই সমস্ত বর লাভ করার পর তার দেহ যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা পূর্ণ সৌন্দর্য এবং স্বর্ণসদৃশ কান্তি লাভ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু যে তার ভাইকে বধ করেছে সেই কথা ভুলতে না পেরে, সে বিষ্ণুর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু দশ দিক, তিন লোক এবং দেবতা ও অসুরদের বশীভূত করেছিল। স্বর্গলোক সহ সমস্ত লোক অধিকার করে, সে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করেছিল এবং ভোগবিলাসে মত্ত হয়েছিল। শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব ব্যতীত সমস্ত দেবতারা তার অধীনস্থ হয়ে তার সেবা করতে শুরু করেছিল। এত ক্ষমতা অর্জন করা সত্ত্বেও বৈদিক বিধি লঙ্ঘন করার গর্বে গর্বিত হওয়ার ফলে, সে সর্বদা অতৃপ্ত ছিল। ব্রাহ্মণেরা তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে তাকে অভিশাপ দিতেন। অবশেষে সেই দানবের অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়ে দেবতা, ঋষি প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবেরা হিরণ্যকশিপুর উৎপীড়ন থেকে নিস্তার লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের বলেছিলেন, হিরণ্যকশিপু যে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তা থেকে তাঁরা এবং অন্য সমস্ত জীবেরা রক্ষা পাবে। হিরণ্যকশিপু যেহেতু দেবতা, বেদ, গাভী, ব্রাহ্মণ ও ধর্মপরায়ণ সাধুদের উৎপীড়নকারী এবং ভগবদ্বিদ্বেষী, তাই অচিরেই তার বিনাশ হবে। হিরণ্যকশিপু যখন তার পুত্র মহাভাগবত প্রহ্লাদকে নির্যাতন করবে, তখন তার আয়ু সমাপ্ত হবে। ভগবানের দ্বারা এইভাবে আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা সকলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপুর নির্যাতন অচিরেই সমাপ্ত হবে, এবং তার ফলে তাঁরা শান্তি লাভ করেছিলেন।

পরিশেষে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র, এবং তাঁর পিতা কিভাবে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিল, সেই কথা নারদ মুনি বর্ণনা করেন। এইভাবে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

এবং বৃতঃ শতধৃতির্হিরণ্যকশিপোরথ ।
প্রাদাৎ তত্তপসা প্রীতো বরাংস্তস্য সুদুর্লভান্ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **বৃতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **শত-ধৃতিঃ**—ব্রহ্মা; **হিরণ্যকশিপোঃ**—হিরণ্যকশিপুর; **অথ**—তারপর; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **তৎ**—তার; **তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **বরান্**—বর; **তস্য**—হিরণ্যকশিপুকে; **সু-দুর্লভান্**—অত্যন্ত দুর্লভ।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই হিরণ্যকশিপু যখন তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করেছিল, তা অত্যন্ত দুর্লভ হলেও তখন তিনি তাকে সেই সমস্ত বর প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীব্রহ্মোবাচ

তাতেমে দুর্লভাঃ পুংসাং যান্ বৃণীষে বরান্ মম ।
তথাপি বিতরাম্যঙ্গ বরান্ যদ্যপি দুর্লভান্ ॥ ২ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **তাত**—হে বৎস; **ইমে**—এই সমস্ত; **দুর্লভাঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **পুংসাম্**—পুরুষদের পক্ষে; **যান্**—যা; **বৃণীষে**—তুমি চেয়েছ; **বরান্**—বর; **মম**—আমার থেকে; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও; **বিতরামি**—আমি তোমাকে দান করব; **অঙ্গ**—হে হিরণ্যকশিপু; **বরান্**—বর; **যদ্যপি**—যদিও; **দুর্লভান্**—দুর্লভ।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে হিরণ্যকশিপু, তুমি যে সমস্ত বর আমার কাছে প্রার্থনা করেছ, তা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও হে বৎস, আমি তোমাকে তা দান করব।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক বরগুলিকে ঠিক বর বলা যায় না। কেউ যদি অধিক থেকে অধিকতর ভোগ প্রাপ্ত হয়, তা হলে সেই বর অভিশাপে পরিণত হতে পারে, কারণ এই জগতে ঐশ্বর্য লাভের জন্য যেমন অত্যধিক শ্রম এবং প্রয়াসের আবশ্যকতা হয়, তেমনই আবার সেগুলি বজায় রাখার জন্যও অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি তাকে তার ঈপ্সিত বর প্রদান করবেন, তবুও হিরণ্যকশিপুর পক্ষে সেগুলি বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রহ্মা যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাই তিনি প্রার্থিত সমস্ত বর প্রদান করবেন। *দুর্লভান্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, এমন বর গ্রহণ করা উচিত নয়, যা শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ করা যায় না।

শ্লোক ৩

ততো জগাম ভগবানমোঘানুগ্রহো বিভুঃ ।
পূজিতোঽসুরবর্যেণ স্তূয়মানঃ প্রজেশ্বরৈঃ ॥ ৩ ॥

ততঃ—তারপর; **জগাম**—প্রস্থান করেছিলেন; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান ব্রহ্মা; **অমোঘ**—অব্যর্থ; **অনুগ্রহঃ**—যার বর; **বিভুঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম প্রভু; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **অসুর-বর্যেণ**—অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—সংস্তুত হয়ে; **প্রজা-ঈশ্বরৈঃ**—বিভিন্ন প্রদেশের অধ্যক্ষ দেবতাদের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর ভগবান ব্রহ্মা, যিনি অব্যর্থ বর প্রদান করেন, তিনি অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা পূজিত এবং মহান ঋষি ও মহাত্মাগণ কর্তৃক সংস্তুত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

এবং লব্ধবরো দৈত্যো বিভ্রদ্ধেমময়ং বপুঃ ।
ভগবত্যকরোদ্ দ্বেষং ভ্রাতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **লব্ধ-বরঃ**—তার অভীষ্ট বর লাভ করে; **দৈত্যঃ**—হিরণ্যকশিপু; **বিভ্রৎ**—প্রাপ্ত হয়ে; **হেম-ময়ম্**—স্বর্ণকান্তি সমন্বিত; **বপুঃ**—দেহ; **ভগবতি**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **অকরোৎ**—পোষণ করেছিল; **দ্বেষম্**—বিদ্বেষ; **ভ্রাতুঃ বধম্**—ভ্রাতৃবধের; **অনুস্মরন্**—সর্বদা স্মরণ করে।

অনুবাদ

দৈত্য হিরণ্যকশিপু এইভাবে ব্রহ্মার বর লাভ করে স্বর্ণের মতো কান্তি সমন্বিত দেহ লাভ করেছিল, এবং তার ভ্রাতৃবধের কথা স্মরণ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে লাগল।

তাৎপর্য

আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ করা সত্ত্বেও ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে।

শ্লোক ৫-৭

স বিজিত্য দিশঃ সর্বা লোকাংশ্চ ত্রীন্ মহাসুরঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যেন্দ্রগন্ধর্বগরুড়োরগান্ ॥ ৫ ॥
সিদ্ধচারণবিদ্যাধ্রান্ ঋষীন্ পিতৃপতীন্ মনূন্ ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচেশান্ প্রেতভূতপতীনপি ॥ ৬ ॥
সর্বসত্ত্বপতীন্ জিত্বা বশমানীয় বিশ্বজিৎ ।
জহার লোকপালানাং স্থানানি সহ তেজসা ॥ ৭ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **বিজিত্য**—জয় করে; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **লোকান্**—লোকসমূহ; **চ**—এবং; **ত্রীন্**—তিন (ঊর্ধ্ব, অধঃ এবং মধ্য); **মহা-অসুরঃ**—মহা অসুর; **দেব**—দেবতাগণ; **অসুর**—অসুরগণ; **মনুষ্য**—মানুষদের;

ইন্দ্র—রাজাগণ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **গরুড়**—গরুড়গণ; **উরগান্**—মহা-সর্পগণ; **সিদ্ধ**—সিদ্ধগণ; **চারণ**—চারণগণ; **বিদ্যাধ্রান্**—বিদ্যাধরগণ; **ঋষীন্**—মহর্ষিগণ; **পিতৃ-পতীন্**—যমরাজ এবং পিতাদের অন্যান্য নেতাগণ; **মনূন্**—বিভিন্ন মনুগণ; **যক্ষ**—যক্ষগণ; **রক্ষঃ**—রাক্ষসগণ; **পিশাচ-ঈশান্**—পিশাচলোকের নেতাগণ; **প্রেত**—প্রেতদের; **ভূত**—এবং ভূতদের; **পতীন্**—প্রভুগণ; **অপি**—ও; **সর্ব-সত্ত্ব-পতীন্**—বিভিন্ন গ্রহলোকের পতিগণ; **জিত্বা**—জয় করে; **বশম্ আনীয়**—বশীভূত করে; **বিশ্বজিৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিজেতা; **জহার**—অপহরণ করেছিল; **লোক-পালানাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের কার্যভার পরিচালনাকারী দেবতাদের; **স্থানানি**—স্থানসমূহ; **সহ**—সহ; **তেজসা**—তাদের সমস্ত বল।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জয় করেছিল। সেই দৈত্য প্রকৃতপক্ষে ত্রিলোকের (উচ্চ, মধ্য, এবং অধোলোকের) দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব, গরুড়, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, যম আদি পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত আদি সমস্ত প্রাণীদের অধিপতিগণ সহ তাঁদের গ্রহলোকসমূহ জয় করেছিল। এইভাবে সে সমস্ত গ্রহলোকের অধিপতিদের পরাভূত করে তাঁদের তার বশীভূত করেছিল। তাঁদের স্থানসমূহ জয় করে সে তাঁদের শক্তি এবং প্রভাব অপহরণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গরুড়* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, গরুড়ের মতো বিশাল পক্ষীদের বসবাসের জন্য একটি গ্রহলোক রয়েছে। তেমনই, *উরগ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মহাসর্পদেরও গ্রহলোক রয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকের এই বর্ণনা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, যারা বলে যে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে প্রাণী নেই। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা দাবি করে যে, তারা চন্দ্রে গিয়েছে, এবং সেখানে তারা কোন জীব দেখতে পায়নি। সেখানে তারা কেবল ধূলি এবং পাথরে পূর্ণ কতগুলি বড় বড় গর্ত দেখেছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র এতই উজ্জ্বল যে, তা সূর্যের মতো সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অবশ্য ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বৈদিক তথ্য বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়, তবে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা যে বলে পৃথিবীতেই কেবল প্রাণী রয়েছে, অন্যান্য গ্রহগুলি সমস্ত শূন্য, সেই কথা আমাদের কাছে নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে হয়।

শ্লোক ৮

দেবোদ্যানশ্রিয়া জুষ্টমধ্যাস্তে স্ম ত্রিপিষ্টপম্ ।
মহেন্দ্রভবনং সাক্ষান্নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যায়তনমধ্যবাসাখিলর্দ্ধিমৎ ॥ ৮ ॥

দেব-উদ্যান—দেবতাদের বিখ্যাত নন্দনকাননের; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **জুষ্টম্**—সমৃদ্ধ; **অধ্যাস্তে স্ম**—অধিষ্ঠিত ছিল; **ত্রিপিষ্টপম্**—স্বর্গলোক, যেখানে দেবতারা বাস করেন; **মহেন্দ্র-ভবনম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাসাদ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **নির্মিতম্**—নির্মিত; **বিশ্বকর্মণা**—দেবতাদের প্রসিদ্ধ শিল্পী বিশ্বকর্মার দ্বারা; **ত্রৈলোক্য**—ত্রিলোকের; **লক্ষ্মী-আয়তনম্**—লক্ষ্মীদেবীর নিবাস; **অধ্যবাস**—বাস করত; **অখিল-ঋদ্ধিমৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত।

অনুবাদ

সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত হিরণ্যকশিপু স্বর্গের দেবতাদের প্রসিদ্ধ প্রমোদোদ্যান নন্দনকাননে বাস করতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে সে দেবরাজ ইন্দ্রের মহা ঐশ্বর্য সমন্বিত প্রাসাদে বাস করত। সেই প্রাসাদ স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন, এবং তা এত সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সেখানে বাস করতেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, স্বর্গলোক আমাদের মর্ত্যলোক থেকে হাজার হাজার গুণ অধিক ঐশ্বর্য সমন্বিত। স্বর্গের কারিগর বিশ্বকর্মা স্বর্গে অনেক অদ্ভুত প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন, যেখানে কেবল সুন্দর প্রাসাদই নয়, বহু ঐশ্বর্য সমন্বিত উদ্যান এবং কানন রয়েছে, যা এখানে *নন্দনদেবোদ্যান* অর্থাৎ দেবতাদের উপভোগের উপযোগী উদ্যানসমূহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বর্গলোকের ঐশ্বর্যের বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক সূত্র থেকে জানতে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আদি যে সমস্ত যন্ত্রের নির্মাণ করেছে তা দিয়ে স্বর্গলোক দর্শন করা যায় না। যদিও এই প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে কারণ তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি অপূর্ণ, কিন্তু তাদের এই সমস্ত যন্ত্রও অপূর্ণ। তাই মানুষের তৈরি অপূর্ণ যন্ত্রের দ্বারা অপূর্ণ মানুষেরা এই সমস্ত উচ্চতর লোকের অনুমান পর্যন্ত করতে পারে না। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের তথ্য পূর্ণ, এবং তাই বৈদিক শাস্ত্র থেকে এই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণরূপে জানা যায়। তাই কেউ যখন বলে যে এই পৃথিবী ছাড়া আর কোন ঐশ্বর্য সমন্বিত গ্রহলোক নেই, তখন আমরা সেই কথা স্বীকার করতে পারি না।

শ্লোক ৯-১২

যত্র বিদ্রুমসোপানা মহামারকতা ভুবঃ ।
যত্র স্ফাটিককুড্যানি বৈদূর্যস্তম্ভপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ৯ ॥
যত্র চিত্রবিতানানি পদ্মরাগাসনানি চ ।
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা মুক্তাদামপরিচ্ছদাঃ ॥ ১০ ॥
কূজদ্ভির্নূপুরৈর্দেব্যঃ শব্দযন্ত্য ইতস্ততঃ ।
রত্নস্থলীষু পশ্যন্তি সুদতীঃ সুন্দরং মুখম্ ॥ ১১ ॥
তস্মিন্ মহেন্দ্রভবনে মহাবলো
মহামনা নির্জিতলোক একরাট্ ।
রেমেঽভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রিযুগঃ সুরাদিভিঃ
প্রতাপিতৈরূর্জিতচণ্ডশাসনঃ ॥ ১২ ॥

যত্র—যেখানে (দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে); **বিদ্রুম-সোপানাঃ**—প্রবালের তৈরি সিঁড়ি; **মহা-মারকতাঃ**—মরকত মণি; **ভুবঃ**—ভূমিতল; **যত্র**—যেখানে; **স্ফটিক**—স্ফটিক; **কুড্যানি**—দেয়াল; **বৈদূর্য**—বৈদূর্য মণি; **স্তম্ভ**—স্তম্ভের; **পঙ্‌ক্তয়ঃ**—পঙ্‌ক্তি; **যত্র**—যেখানে; **চিত্র**—বিচিত্র; **বিতানানি**—চন্দ্রাতপসমূহ; **পদ্মরাগ**—পদ্মরাগ মণি খচিত; **আসনানি**—আসনসমূহ; **চ**—ও; **পয়ঃ**—দুগ্ধের; **ফেন**—ফেনা; **নিভাঃ**—সদৃশ; **শয্যাঃ**—শয্যা; **মুক্তাদাম**—মুক্তার; **পরিচ্ছদাঃ**—মণ্ডিত; **কূজদ্ভিঃ**—ধ্বনিত; **নূপুরৈঃ**—নূপুরের দ্বারা; **দেব্যঃ**—দেবাঙ্গনাগণ; **শব্দ-যন্ত্যঃ**—মধুর শব্দ; **ইতস্ততঃ**—ইতস্তত; **রত্ন-স্থলীষু**—মণিরত্ন খচিত স্থানে; **পশ্যন্তি**—দেখে; **সু-দতীঃ**—সুন্দর দন্ত সমন্বিতা; **সুন্দরম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **মুখম্**—মুখমণ্ডল; **তস্মিন্**—তাতে; **মহেন্দ্র-ভবনে**—দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে; **মহা-বলঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মহা-মনাঃ**—অত্যন্ত বিবেকবান; **নির্জিত-লোকঃ**—সকলেই তার নিয়ন্ত্রণাধীন; **এক-রাট্**—একাধিপতি; **রেমে**—উপভোগ করেছিল; **অভিবন্দ্য**—পূজিত; **অঙ্ঘ্রি-যুগঃ**—যার দুটি পা; **সুর-আদিভিঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **প্রতাপিতৈঃ**—উদ্বিগ্ন হয়ে; **ঊর্জিত**—আশাতীত; **চণ্ড**—কঠোর; **শাসনঃ**—যার শাসন।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনের সোপানগুলি প্রবাল দিয়ে তৈরি ছিল। ভূমিতল মহামূল্য মরকত মণিখচিত, ভিত্তিসমূহ স্ফটিক শোভিত এবং স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্য মণি ভূষিত

ছিল। উপরের চন্দ্রাতপগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত, আসনসমূহ পদ্মরাগ মণি খচিত, এবং দুগ্ধফেননিভ রেশমের শয্যা মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেই প্রাসাদের রমণীরা অত্যন্ত সুন্দর দন্তবিশিষ্ট এবং তাদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য অতুলনীয় ছিল। তারা যখন প্রাসাদে ইতস্তত বিচরণ করত, তখন তাদের পায়ের নূপুর অত্যন্ত সুন্দর সুরে ধ্বনিত হত, এবং রত্নে তাদের সৌন্দর্য প্রতিবিম্বিত হত। দেবতারা কিন্তু অত্যন্ত নির্যাতিত হয়েছিল এবং হিরণ্যকশিপুর পদযুগলে মস্তক অবনত করে তাদের প্রণত হতে হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু অকারণে দেবতাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে দণ্ড দিয়েছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপু তার কঠোর শাসনের দ্বারা সকলকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই প্রাসাদে বাস করছিল।

তাৎপর্য

স্বর্গলোকে হিরণ্যকশিপু এতই শক্তিশালী ছিল যে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু ব্যতীত অন্য সমস্ত দেবতারা তার সেবায় যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে, তারা যদি তার আদেশ লঙ্ঘন করত, তা হলে তাদের কঠোরভাবে দণ্ডিত হওয়ার ভয় ছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর হিরণ্যকশিপুর তুলনা করেছেন মহারাজ বেণের সঙ্গে, কারণ সেও ছিল নাস্তিক এবং বেদবিদ্বেষী। তবুও মহারাজ বেণ ভৃগু আদি মহর্ষিদের ভয়ে ভীত ছিল, কিন্তু হিরণ্যকশিপু এমনই প্রচণ্ডভাবে শাসন করেছিল যে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব ব্যতীত সকলেই তার ভয়ে ভীত ছিল। ভৃগু আদি মহর্ষিদের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হওয়ার ব্যাপারে হিরণ্যকশিপু এতই সতর্ক ছিল যে, সে তার তপস্যার বলে তাঁদেরও অতিক্রম করে তাঁদের তার নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছিল। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, পুণ্যকর্মের ফলে উচ্চতর লোকে উন্নীত হলেও হিরণ্যকশিপুর মতো অসুরদের দ্বারা উপদ্রুত হতে হয়। ত্রিলোকে কেউই নিরুপদ্রবে সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ করতে পারে না।

শ্লোক ১৩

তমঙ্গ মত্তং মধুনোরুগন্ধিনা
বিবৃত্ততাম্রাক্ষমশেষধিষ্ণ্যপাঃ ।
উপাসতোপায়নপাণিভির্বিনা
ত্রিভিস্তপোযোগবলৌজসাং পদম্ ॥ ১৩ ॥

তম্—তাকে (হিরণ্যকশিপুকে); **অঙ্গ**—হে রাজন্; **মত্তম্**—মত্ত; **মধুনা**—সুরার দ্বারা; **উরু-গন্ধিনা**—উগ্রগন্ধ; **বিবৃত্ত**—ঘূর্ণিত; **তাম্র-অক্ষম্**—তাম্রবর্ণ লোচন; **অশেষ-ধিষ্ণ্যপাঃ**—সমস্ত গ্রহলোকের মুখ্য ব্যক্তিগণ; **উপাসত**—পূজা করেছিল; **উপায়ন**—সমস্ত উপচার সহ; **পাণিভিঃ**—তাঁদের হস্তের দ্বারা; **বিনা**—ব্যতীত; **ত্রিভিঃ**—তিনজন প্রধান দেবতা (বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব); **তপঃ**—তপস্যার; **যোগ**—যোগবল; **বল**—শরীরের বল; **ওজসাম্**—এবং ইন্দ্রিয়ের বল; **পদম্**—পদ।

অনুবাদ

হে রাজন্, হিরণ্যকশিপু সর্বদা উগ্রগন্ধ সুরাপানে মত্ত থাকত, এবং তাই তার তাম্রলোচন সর্বদা ঘূর্ণিত হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু সে কঠোর তপস্যা এবং যোগসাধনার বলে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তাই সে নিতান্ত ঘৃণিত হলেও ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু ব্যতীত সমস্ত দেবতারাই উপহার হস্তে তার উপাসনা করতেন।

তাৎপর্য

স্কন্দপুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে—*উপায়নং দদুঃ সর্বে বিনা দেবান্ হিরণ্যকঃ*। হিরণ্যকশিপু এতই শক্তিশালী ছিল যে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু, এই তিনজন মুখ্য দেবতা ব্যতীত সকলেই তার সেবায় যুক্ত ছিল। মধ্বাচার্য বলেছেন, *আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্ত্রিবিধা হি সুরা যতঃ*। আদিত্য, বসু এবং রুদ্র, এই তিন প্রকার দেবতা রয়েছেন, তাঁদের নিচে মরুৎ, সাধ্য আদি দেবতা রয়েছেন (*মরুতশ্চৈব বিশ্বে চ সাধ্যা শ্চৈব চ তদ্‌গতাঃ*)। তাই সমস্ত দেবতাদের বলা হয় *ত্রিপিষ্টপ*, এবং সেই *ত্রি* শব্দটি এখানে ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৪

জগুর্মহেন্দ্রাসনমোজসা স্থিতং
বিশ্বাবসুস্তুম্বুরুরস্মদাদয়ঃ ।
গন্ধর্বসিদ্ধা ঋষয়োঽস্তুবন্ মুহু-
র্বিদ্যাধরাশ্চাপ্সরসশ্চ পাণ্ডব ॥ ১৪ ॥

জগুঃ—যশোগান করেছিল; **মহেন্দ্র-আসনম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন; **ওজসা**—স্বীয় শক্তির দ্বারা; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **বিশ্বাবসুঃ**—গন্ধর্বদের প্রধান গায়ক; **তুম্বুরুঃ**—আর একজন গন্ধর্ব গায়ক; **অস্মৎ-আদয়ঃ**—আমরা (নারদ মুনি সহ

অন্যেরাও হিরণ্যকশিপুর যশোগান করেছিল); **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অস্তুবন্**—স্তব করেছিল; **মুহুঃ**—বারংবার; **বিদ্যাধরাঃ**—বিদ্যাধরগণ; **চ**—এবং; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **চ**—এবং; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডুপুত্র।

অনুবাদ

হে পাণ্ডুপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু তার স্বীয় শক্তির দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, অন্য সমস্ত লোকের অধিবাসীদের তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল। বিশ্বাবসু, তুম্বুরু আদি গন্ধর্বগণ, আমি স্বয়ং এবং বিদ্যাধর, অপ্সরা এবং সমস্ত মহর্ষিরা তার যশোগান করার জন্য বার বার তার স্তব করতাম।

তাৎপর্য

অসুরেরা কখনও কখনও এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তারা নারদ মুনির মতো ভক্তদেরও তাদের সেবায় নিযুক্ত করতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, নারদ মুনি হিরণ্যকশিপুর অধীন ছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও এই জড় জগতে মহান ব্যক্তিরা, এমন কি মহান ভগবদ্ভক্তেরাও অসুরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন।

শ্লোক ১৫

স এব বর্ণাশ্রমিভিঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
ইজ্যমানো হবির্ভাগানগ্রহীৎ স্বেন তেজসা ॥ ১৫ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বর্ণ-আশ্রমিভিঃ**—নিষ্ঠা সহকারে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের অনুসরণকারীদের দ্বারা; **ক্রতুভিঃ**—যোগ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ভূরি**—প্রচুর; **দক্ষিণৈঃ**—উপহার প্রদান করে; **ইজ্যমানঃ**—পূজিত হয়ে; **হবিঃ-ভাগান্**—যজ্ঞভাগ; **অগ্রহীৎ**—অন্যায়ভাবে গ্রহণ করত; **স্বেন**—তার নিজের; **তেজসা**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসরণকারীরা যে প্রচুর উপহার এবং উপচার দিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন, হিরণ্যকশিপু দেবতাদের সেই যজ্ঞভাগ না দিয়ে স্বয়ং তা গ্রহণ করত।

শ্লোক ১৬

অকৃষ্টপচ্যা তস্যাসীৎ সপ্তদ্বীপবতী মহী ।
তথা কামদুঘা গাবো নানাশ্চর্যপদং নভঃ ॥ ১৬ ॥

অকৃষ্ট-পচ্যা—ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ না করলেও শস্য উৎপন্ন হয়েছিল; **তস্য**—হিরণ্যকশিপুর; **আসীৎ**—ছিল; **সপ্ত-দ্বীপ-বতী**—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত; **মহী**—পৃথিবী; **তথা**—তেমনই; **কাম-দুঘাঃ**—অভিলাষ অনুসারে দুধ প্রদানকারী; **গাবঃ**—গাভী; **নানা**—বিবিধ; **আশ্চর্য-পদম্**—আশ্চর্যজনক বস্তু; **নভঃ**—আকাশ।

অনুবাদ

তখন হিরণ্যকশিপুর ভয়েই যেন সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবী বিনা কর্ষণেই চিৎ-জগতের সুরভির মতো অথবা স্বর্গের কামধেনুর মতো বিবিধ শস্য উৎপন্ন করেছিল। পৃথিবী প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করেছিল, গাভী পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ দিয়েছিল, এবং নভোমণ্ডল বিশেষ শোভা প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

রত্নাকরাশ্চ রত্নৌঘাংস্তৎপত্ন্যশ্চোহুরূর্মিভিঃ ।
ক্ষারসীধুঘৃতক্ষৌদ্রদধিক্ষীরামৃতোদকাঃ ॥ ১৭ ॥

রত্নাকরাঃ—সমুদ্র; **চ**—এবং; **রত্ন-ওঘান্**—বিবিধ প্রকার মূল্যবান রত্ন; **তৎ-পত্ন্যঃ**—সমুদ্রের পত্নীগণ অর্থাৎ বিভিন্ন নদীসমূহ; **চ**—ও; **উহুঃ**—বহন করেছিল; **ঊর্মিভিঃ**—তাদের তরঙ্গের দ্বারা; **ক্ষার**—লবণ সমুদ্র; **সীধু**—সুরা সমুদ্র; **ঘৃত**—ঘৃত সমুদ্র; **ক্ষৌদ্র**—ইক্ষুরসের সমুদ্র; **দধি**—দধি সমুদ্র; **ক্ষীর**—ক্ষীর সমুদ্র; **অমৃত**—এবং অমৃতের সমুদ্র; **উদকাঃ**—জল।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ সমুদ্র তাদের পত্নীসদৃশ নদীসমূহের তরঙ্গের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর কাছে বিবিধ মণিরত্ন প্রেরণ করত। এই সমুদ্রগুলি হচ্ছে লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং মিষ্টি জলের সমুদ্র।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত সাগর এবং মহাসাগর রয়েছে তা লবণ জলের সমুদ্র, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য লোকে ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ এবং মিষ্টি জলের সমুদ্র রয়েছে। নদীগুলিকে এখানে আলঙ্কারিকভাবে সমুদ্রের পত্নী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তারা প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়, ঠিক যেমন পত্নী তার পতির প্রতি আসক্ত থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে যে কত রকম সমুদ্র রয়েছে, সেই সম্বন্ধে তারা কিছু জানে না। তারা বলে যে চন্দ্রলোক ধুলায় পূর্ণ, কিন্তু চন্দ্র যে কিভাবে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকেও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিতরণ করে তার কোন বিশ্লেষণ তারা করতে পারে না। ব্যাসদেব এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমরা বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করেছি। এই সমস্ত মহাজনদের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের থেকে ভিন্ন, যারা তাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করে যে, কেবল এই গ্রহেই প্রাণী রয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহগুলি শূন্য ও ধুলায় পূর্ণ।

শ্লোক ১৮

শৈলা দ্রোণীভিরাক্রীড়ং সর্বর্তুষু গুণান্ দ্রুমাঃ ।
দধার লোকপালানামেক এব পৃথগ্ গুণান্ ॥ ১৮ ॥

শৈলাঃ—পাহাড় এবং পর্বত; **দ্রোণীভিঃ**—পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকা; **আক্রীড়ম্**—হিরণ্যকশিপুর ক্রীড়াস্থলী; **সর্ব**—সমস্ত; **ঋতুষু**—ঋতুতে; **গুণান্**—বিবিধ গুণাবলী (ফল এবং ফুল); **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষলতা; **দধার**—সম্পন্ন করেছিল; **লোক-পালানাম্**—প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ দেবতাদের; **একঃ**—কেবল; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **গুণান্**—গুণাবলী।

অনুবাদ

পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি হিরণ্যকশিপুর ক্রীড়াস্থলী হয়েছিল। তার প্রভাবে সমস্ত বৃক্ষ এবং লতা সমস্ত ঋতুতেই প্রচুর ফল এবং ফুলে শোভিত ছিল। বারিবর্ষণ, শোষণ এবং দহনের ক্রিয়া, যেগুলি ব্রহ্মাণ্ডের তিনজন বিভাগীয় অধ্যক্ষ—ইন্দ্র, বায়ু এবং অগ্নির কার্য, সেগুলি হিরণ্যকশিপু দেবতাদের সহায়তা ব্যতীত একাকীই পরিচালনা করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বলা হয়েছে, *তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ*—এই জড় জগৎ অগ্নি, জল এবং মাটি, এই তিনটি পদার্থের সমন্বয়ের ফলে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃতির তিনটি গুণ (*পৃথগ্ গুণান্*) বিভিন্ন দেবতাদের নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। যেমন ইন্দ্র বারিবর্ষণের অধ্যক্ষ, পবনদেব বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জল শোষণ করেন, আর অগ্নিদেব সব কিছু দহন করেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু তার তপস্যা এবং যোগসিদ্ধির প্রভাবে এতই শক্তিশালী হয়েছিল যে, দেবতাদের সহায়তা ব্যতীত সে একাই সব কিছু পরিচালনা করছিল।

শ্লোক ১৯

স ইত্থং নির্জিতককুবেকরাড্ বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ।
যথোপজোষং ভুঞ্জানো নাতৃপ্যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **ইত্থম্**—এইভাবে; **নির্জিত**—বিজিত; **ককুব্**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক; **একরাট্**—একচ্ছত্র সম্রাট; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **প্রিয়ান্**—অত্যন্ত প্রিয়; **যথা-উপজোষম্**—যতখানি সম্ভব; **ভুঞ্জানঃ**—উপভোগ করে; **ন**—না; **অতৃপ্যৎ**—সন্তুষ্ট হয়েছিল; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয় জয় করতে না পারার ফলে।

অনুবাদ

সর্বদিক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও এবং যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু তৃপ্ত হতে পারেনি, কারণ তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে সে তার ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এটি আসুরিক জীবনের একটি দৃষ্টান্ত। নাস্তিকেরা জড়-জাগতিক উন্নতি সাধন করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অত্যন্ত আরামদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেও, যেহেতু তারা তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারে না, তাই তারা কখনও তৃপ্ত হয় না। এটিই আধুনিক সভ্যতার প্রভাব। জড়বাদীরা কামিনী-কাঞ্চন উপভোগে অত্যন্ত উন্নত, তবুও মানব-সমাজ অত্যন্ত অতৃপ্ত, কারণ কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত মানব-সমাজ সুখ এবং শান্তি লাভ করতে পারে না। জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের কল্পনার পরিধি পর্যন্ত তা বর্ধিত করতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা

হয়; **পরম্**—একমাত্র অথবা চরম; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **বিন্দতে**—উপভোগ করে; **ক্ষেমম্**—জীবনের চরম উদ্দেশ্য; **মুকুন্দ**—ভববন্ধন থেকে উদ্ধারকারী ভগবানের; **চরণ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে জড়সুখ ভোগের প্রয়াস করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে বাস্তবিক কোন লাভ হয় না, পক্ষান্তরে কেবল সময় এবং শক্তিরই অপচয় হয়। মানুষের প্রয়াস যদি কৃষ্ণভক্তির দিকে পরিচালিত হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে আত্ম-উপলব্ধির চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে যুক্ত হওয়ার ফলে কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

আমরা দেখতে পাই যে, বিষয়াসক্ত মানুষেরা তাদের জড় ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করার জন্য, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু যদি মনে করা হয় যে, তাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে কিছু লাভও হয়ে থাকে, তা হলেও তা তাদের জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করে না। জীবনের প্রকৃত সমস্যা যে কি তাও তারা জানে না। তার কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাব। বিশেষ করে এই যুগে প্রতিটি মানুষই অজ্ঞানাচ্ছন্ন। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আত্মা এবং তার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। সমাজের অন্ধ নেতাদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হয়ে, মানুষেরা তাদের দেহকেই সব কিছু বলে মনে করছে, এবং তারা সর্বদা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টায় ব্যস্ত। এই প্রকার সভ্যতার নিন্দা করা হয়েছে, কারণ তা মানুষকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করে না। লোকেরা কেবলমাত্র সময় এবং মানব-জীবনরূপ অমূল্য সম্পদের অপচয় করছে, কারণ যে মানুষ পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন না করে কুকুর-বিড়ালের মতো মৃত্যুবরণ করে, সে তার পরবর্তী জীবনে অধঃপতিত হয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা মনুষ্য-জীবন থেকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়। তার ফলে তারা মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। মনুষ্য-জীবনের সেই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে কৃষ্ণভক্ত হয়ে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা।

শ্লোক ৫

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥ ৫ ॥

যায়।" (*ভগবদ্গীতা* ১৬/২৪) শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা উচিত। কিন্তু মায়া এতই প্রবল যে, জড় ঐশ্বর্য লাভ করা মাত্রই মানুষ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করতে শুরু করে। মানুষ যখনই শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে, তৎক্ষণাৎ সে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে।

শ্লোক ২১

তস্যোগ্রদণ্ডসংবিগ্নাঃ সর্বে লোকাঃ সপালকাঃ ।
অন্যত্রালব্ধশরণাঃ শরণং যযুরচ্যুতম্ ॥ ২১ ॥

তস্য—তার (হিরণ্যকশিপুর); **উগ্রদণ্ড**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শাসনে; **সংবিগ্নাঃ**—বিচলিত; **সর্বে**—সমস্ত; **লোকাঃ**—লোকের; **স-পালকাঃ**—প্রধান শাসকগণ সহ; **অন্যত্র**—অন্য কোনখানে; **অলব্ধ**—না পেয়ে; **শরণাঃ**—আশ্রয়; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **যযুঃ**—গিয়েছিল; **অচ্যুতম্**—ভগবানের কাছে।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোকের লোকপালগণ সহ সমস্ত অধিবাসীরা হিরণ্যকশিপুর প্রচণ্ড উৎপীড়নে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিল। ভীত এবং বিচলিত হয়ে, অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, তারা অবশেষে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতপক্ষে সকলের পরম সুহৃদ। বিপদে এবং দুঃখ-দুর্দশায় মানুষ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর শরণাগত হতে চায়। জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, অবশেষে তাদের পরম সুহৃদের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অন্বেষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা যদি প্রথম থেকেই আমাদের পরম সুহৃদের শরণ গ্রহণ করি, তা হলে আর বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। বলা

হয় যে কেউ যদি কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হতে চায়, তা হলে নিশ্চয়ই সে অত্যন্ত মূর্খ, তেমনই বিপদের সময় কেউ যদি দেবতাদের শরণাগত হয়, তা হলে সেও নিতান্তই মূর্খ, কারণ তাতে কোন লাভ হবে না। সমস্ত পরিস্থিতিতেই ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত। তা হলে আর কোন ভয় থাকবে না।

শ্লোক ২২-২৩

তস্যৈ নমোঽস্তু কাষ্ঠায়ৈ যত্রাত্মা হরিরীশ্বরঃ ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ২২ ॥
ইতি তে সংযতাত্মানঃ সমাহিতধিয়োঽমলাঃ ।
উপতস্থুর্হৃষীকেশং বিনিদ্রা বায়ুভোজনাঃ ॥ ২৩ ॥

তস্যৈ—সেই; **নমঃ**—আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার; **অস্তু**—হোক; **কাষ্ঠায়ৈ**—দিককে; **যত্র**—যেখানে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **হরিঃ**—ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **যৎ**—যা; **গত্বা**—গিয়ে; **ন**—কখনই না; **নিবর্তন্তে**—ফিরে আসে; **শান্তাঃ**—শান্ত; **সন্ন্যাসিনঃ**—সন্ন্যাসীগণ; **অমলাঃ**—শুদ্ধ; **ইতি**—এইভাবে; **তে**—তারা; **সংযত-আত্মানঃ**—মন বশীভূত করে; **সমাহিত**—স্থির; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধি; **অমলাঃ**—নির্মল; **উপতস্থুঃ**—আরাধনা করেন; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরকে; **বিনিদ্রাঃ**—নিদ্রাহীন; **বায়ু-ভোজনাঃ**—কেবলমাত্র বায়ু আহার করে।

অনুবাদ

"যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন, যেখানে অমল আত্মা সন্ন্যাসীগণ গমন করে আর ফিরে আসেন না, সেই দিককে আমরা নমস্কার করি।" এইভাবে ধ্যান করে লোকপালগণ নিদ্রাহীন হয়ে, পূর্ণরূপে তাদের মন সংযত করে, এবং কেবল বায়ুমাত্র আহার করে ভগবান হৃষীকেশের আরাধনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তস্যৈ কাষ্ঠায়ৈ* শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বত্র, সর্বদিকে, সকলের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান অবস্থিত। তা হলে *তস্যৈ কাষ্ঠায়ৈ*—'যেই দিকে ভগবান শ্রীহরি অবস্থিত' বলার কি উদ্দেশ্য? হিরণ্যকশিপুর সময়ে তার প্রভাব সর্বদিকে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু যে সমস্ত স্থানে ভগবান

তাঁর লীলাবিলাস করেছেন, সেইখানে তার প্রভাব সে বিস্তার করতে পারেনি। যেমন এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন, অযোধ্যা আদি স্থান রয়েছে, যে স্থানগুলিকে বলা হয় ধাম। ধামগুলিতে কলিযুগ অথবা কোন অসুর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কেউ যদি এই রকম কোন ধামের শরণ গ্রহণ করে, তা হলে ভগবানের আরাধনা করা অত্যন্ত সহজ হয়, এবং তার ফলে অতি শীঘ্রই পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য বৃন্দাবন আদি ধামে বাস করা শ্রেয়।

শ্লোক ২৪

তেষামাবিরভূদ্বাণী অরূপা মেঘনিঃস্বনা ।
সন্নাদয়ন্তী ককুভঃ সাধূনামভয়ঙ্করী ॥ ২৪ ॥

তেষাম্—তাঁদের সকলের সম্মুখে; **আবিরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **বাণী**—কণ্ঠস্বর; **অরূপা**—অশরীরী; **মেঘ-নিঃস্বনা**—মেঘের ধ্বনির মতো অত্যন্ত গম্ভীর; **সন্নাদয়ন্তী**—প্রতিধ্বনিত হয়ে; **ককুভঃ**—সর্বদিকে; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **অভয়ঙ্করী**—অভয় প্রদানকারী।

অনুবাদ

তখন জড় চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য এক ব্যক্তির দিব্য কণ্ঠস্বর তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন। সেই স্বর মেঘের ধ্বনির মতো গম্ভীর ছিল, এবং তা সমস্ত ভয় দূর করে সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শ্লোক ২৫-২৬

মা ভৈষ্ট বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ ।
মদ্দর্শনং হি ভূতানাং সর্বশ্রেয়োপপত্তয়ে ॥ ২৫ ॥
জ্ঞাতমেতস্য দৌরাত্ম্যং দৈতেয়াপসদস্য যৎ ।
তস্য শান্তিং করিষ্যামি কালং তাবৎ প্রতীক্ষত ॥ ২৬ ॥

মা—করো না; **ভৈষ্ট**—ভয়; **বিবুধ-শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞগণ; **সর্বেষাম্**—সকলের; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **অস্তু**—হোক; **বঃ**—তোমাদের; **মৎ-দর্শনম্**—আমার দর্শন (অথবা

আমাকে প্রার্থনা নিবেদন অথবা আমার সম্বন্ধে শ্রবণ, সবই পরম); হি—বস্তুতপক্ষে; ভূতানাম্—সমস্ত জীবের; সর্বশ্রেয়—সমস্ত মঙ্গলের; উপপত্তয়ে—প্রাপ্তির জন্য; জ্ঞাতম্—জ্ঞাত; এতস্য—এর; দৌরাত্ম্যম্—দুষ্কর্ম; দৈতেয়-অপসদস্য—দৈত্যাধম হিরণ্যকশিপুর; যৎ—যা; তস্য—তার; শান্তিম্—সমাপ্তি; করিষ্যামি—করব; কালম্—কাল; তাবৎ—সেই পর্যন্ত; প্রতীক্ষত—অপেক্ষা কর।

অনুবাদ

ভগবানের সেই বাণী ঘোষণা করেছিল, "হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ, ভয় করো না! তোমাদের মঙ্গল হোক। আমার মহিমা শ্রবণ-কীর্তন করে এবং আমার প্রার্থনা করে তোমরা আমার ভক্ত হও। তার ফলে সমস্ত জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়। হিরণ্যকশিপুর সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি অবগত আছি এবং অচিরেই আমি তার সেই সমস্ত দুষ্কর্মের সমাপ্তি সাধন করব। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর।

তাৎপর্য

মানুষ কখনও কখনও ভগবানকে দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক হয়। এই শ্লোকে *মদ্দর্শনম্* শব্দটি বিবেচনা করে *ভগবদ্গীতায়* ভগবানের বাণী, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি,* এই উক্তিটির তাৎপর্য বিচার করতে হয়। অর্থাৎ, ভগবানকে জানা, দর্শন করা, অথবা তাঁর সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতা নির্ভর করে ভগবদ্ভক্তির উন্নতি সাধনের উপর। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের নয়টি উপায় রয়েছে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।* যেহেতু ভগবদ্ভক্তির এই সমস্ত কার্যকলাপ পরম, তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন এবং তাঁর মহিমা কীর্তনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে এই সবই তাঁকে দর্শন করার বিধি, কারণ ভগবদ্ভক্তিতে যা কিছু করা হয় তা সবই ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্ক স্থাপনের উপায়। ভগবানের বাণী তাঁর ভক্তদের সমক্ষে স্পন্দিত হয়েছিল, যদিও ভগবানকে তখন দেখা যায়নি, তবুও তাঁরা তখন ভগবানকে দর্শন করছিলেন অথবা ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, কারণ তাঁরা প্রার্থনা নিবেদন করছিলেন এবং ভগবান তাঁর বাণীর মাধ্যমে প্রকট ছিলেন। জড় জগতে দর্শন, শ্রবণ, প্রার্থনা নিবেদন ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু চিন্ময় স্তরে ভগবানকে দর্শন করা, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করা এবং তাঁর দিব্য বাণী শ্রবণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই ভগবানের

শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন। কীর্তন করা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করা প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করা থেকে অভিন্ন। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য, এবং তা হলেই কেবল ভগবানের কার্যকলাপের পরম ভাব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

শ্লোক ২৭

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু ।
ধর্মেময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি ॥ ২৭ ॥

যদা—যখন; **দেবেষু**—দেবতাদের; **বেদেষু**—বৈদিক শাস্ত্রের; **গোষু**—গাভীর; **বিপ্রেষু**—ব্রাহ্মণদের; **সাধুষু**—সাধুদের; **ধর্মে**—ধর্মের; **ময়ি**—আমার প্রতি (ভগবানের প্রতি); **চ**—এবং; **বিদ্বেষঃ**—বিদ্বেষ; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—অবশ্যই; **আশু**—অতি শীঘ্র; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়।

অনুবাদ

কেউ যখন ভগবানের প্রতিনিধি দেবতাদের প্রতি, সমস্ত জ্ঞান প্রদানকারী বেদের প্রতি, গাভীদের প্রতি, ব্রাহ্মণদের প্রতি, বৈষ্ণবদের প্রতি, ধর্মের প্রতি এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, সে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২৮

নির্বৈরায় প্রশান্তায় স্বসুতায় মহাত্মনে ।
প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জিতম্ ॥ ২৮ ॥

নির্বৈরায়—যার কোন শত্রু নেই; **প্রশান্তায়**—অত্যন্ত শান্ত এবং সংযত; **স্ব-সুতায়**—তার নিজের পুত্রের প্রতি; **মহা-আত্মনে**—মহান ভক্ত; **প্রহ্লাদায়**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **যদা**—যখন; **দ্রুহ্যেৎ**—হিংসা আচরণ করবে; **হনিষ্যে**—আমি হত্যা করব; **অপি**—যদিও; **বর-ঊর্জিতম্**—ব্রহ্মার বরে বর্ধিত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু যখন তার নির্বৈর, প্রশান্ত এবং মহাত্মা স্বপুত্র প্রহ্লাদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করবে, তখন ব্রহ্মার বর সত্ত্বেও আমি তাকে সংহার করব।

তাৎপর্য

সমস্ত পাপকর্মের মধ্যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ সব চাইতে গর্হিত পাপ। বৈষ্ণবের চরণকমলে অপরাধ এতই ভয়ঙ্কর যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার তুলনা করেছেন একটি মত্ত হস্তীর সঙ্গে। মত্ত হস্তী যেমন বাগানে প্রবেশ করে সমস্ত বৃক্ষলতা তচনচ করে ফেলে, ঠিক তেমনই বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ আমাদের কৃষ্ণভক্তিরূপ উদ্যানে ভক্তিলতাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। কেউ যদি ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করে, তা হলে সেই অপরাধ তার সমস্ত পবিত্র কর্ম সমূলে উৎপাটিত করবে। তাই বৈষ্ণব অপরাধ সম্পর্কে সর্বদা অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। এখানে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, হিরণ্যকশিপু যদিও ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন, তবুও তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের চরণকমলে অপরাধ করার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হয়ে যাবে। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো বৈষ্ণবকে এখানে *নির্বৈর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তার কোন শত্রু ছিল না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্র (৩/২৫/২১) বলা হয়েছে, *অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ*—ভক্তের কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করে চলেন, এবং তাঁর সমস্ত গুণগুলি পরম মহিমান্বিত। ভক্ত কখনও কারও সঙ্গে শত্রুতা করেন না, কিন্তু কেউ যদি তাঁর শত্রু হয়, তা হলে ভগবান তাঁকে সংহার করবেন, তা সে অন্যের কাছ থেকে যে বরই পেয়ে থাকুক না কেন। হিরণ্যকশিপু অবশ্যই তার তপস্যার ফল উপভোগ করছিল, কিন্তু এখানে ভগবান বলেছেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করা মাত্রই তার সর্বনাশ হবে। মানুষের আয়ু, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বিদ্যা আদি পুণ্যকর্ম-জনিত যে ঐশ্বর্যই তার থাকুক না কেন, তা বৈষ্ণবের চরণকমলে অপরাধ থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। মানুষের যে সম্পদই থাকুক না কেন, সে যদি বৈষ্ণবের চরণকমলে অপরাধ করে, তা হলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ২৯

শ্রীনারদ উবাচ

ইত্যুক্তা লোকগুরুণা তং প্রণম্য দিবৌকসঃ ।
ন্যবর্তন্ত গতোদ্বেগা মেনিরে চাসুরং হতম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তাঃ**—বলেছিলেন; **লোক-গুরুণা**—সকলের পরম গুরুর দ্বারা; **তম্**—তাঁকে; **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন

করে; **দিবৌকসঃ**—সমস্ত দেবতারা; **ন্যবর্তন্ত**—ফিরে গিয়েছিলেন; **গত-উদ্বেগাঃ**—উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে; **মেনিরে**—তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন; **চ**—ও; **অসুরম্**—অসুর (হিরণ্যকশিপু); **হতম্**—নিহত।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—সকলের পরম গুরু পরমেশ্বর ভগবান যখন স্বর্গের দেবতাদের এইভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা তাঁকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, দৈত্য হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে তাঁদের আলয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যে সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সর্বদা দেবতাদের পূজায় ব্যস্ত তাদের বিচার করে দেখা উচিত যে, দেবতারা যখন দৈত্যদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন তারা নিস্তার লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়। দেবতারা যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন দেবতাদের উপাসকেরাও তাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের শরণাগত হয় না কেন? *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগী যদি কোন বিশেষ বাসনা চরিতার্থ করতে চায়, তা যদি জড় বাসনাও হয়, ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা উচিত, কারণ তা হলে তার সেই বাসনা চরিতার্থ হবে। কোন বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই পৃথকভাবে কোনও দেবতার শরণাগত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ৩০

তস্য দৈত্যপতেঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ পরমাদ্ভুতাঃ ।
প্রহ্লাদোঽভূন্মহাংস্তেষাং গুণৈর্মহদুপাসকঃ ॥ ৩০ ॥

তস্য—তার (হিরণ্যকশিপুর); **দৈত্য-পতেঃ**—দৈত্যদের রাজার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **চত্বারঃ**—চারজন; **পরম-অদ্ভুতাঃ**—অত্যন্ত গুণবান এবং অদ্ভুত; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ নামক; **অভূৎ**—ছিল; **মহান্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **তেষাম্**—তাদের মধ্যে; **গুণৈঃ**—দিব্য গুণাবলীর ফলে; **মহৎ-উপাসকঃ**—ভগবানের অনন্য ভক্ত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর চারজন অত্যন্ত সুযোগ্য পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে, প্রহ্লাদ ছিলেন সমস্ত দিব্য গুণের আধার, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের অনন্য ভক্ত।

তাৎপর্য

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

"যিনি শ্রীকৃষ্ণে অনন্য ভক্তিপরায়ণ, তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এবং দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণ নিরন্তর প্রকাশিত হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) এখানে প্রহ্লাদ মহারাজের প্রশংসা করা হয়েছে, কারণ ভগবানের আরাধনা করার ফলে তিনি সমস্ত সদ্‌গুণে গুণান্বিত হয়েছিলেন। এইভাবে ভগবানের নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে জড় এবং চিন্ময় সর্বপ্রকার সদ্‌গুণ দেখা যায়। কেউ যখন ভগবানের একনিষ্ঠ এবং উদার ভক্ত হন, তখন তাঁর শরীরে সমস্ত সদ্‌গুণ প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে, *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—কেউ যদি ভগবানের ভক্ত না হয়, তা হলে তার বহু জড়-জাগতিক গুণাবলী থাকলেও সেগুলির কোন মূল্য নেই। সেটিই বেদের সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩১-৩২

ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
আত্মবৎ সর্বভূতানামেকপ্রিয়সুহৃত্তমঃ ॥ ৩১ ॥
দাসবৎ সন্নতার্যাঙ্ঘ্রিঃ পিতৃবদ্দীনবৎসলঃ ।
ভ্রাতৃবৎ সদৃশে স্নিগ্ধো গুরুষ্বীশ্বরভাবনঃ ।
বিদ্যার্থরূপজন্মাঢ্যো মানস্তম্ভবিবর্জিতঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মণ্যঃ—সৎ ব্রাহ্মণের মতো সংস্কৃতি-সম্পন্ন; **শীল-সম্পন্নঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত; **সত্য-সন্ধঃ**—পরম সত্যকে জানতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; **জিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—যাঁর মন

এবং ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত; **আত্মবৎ**—পরমাত্মার মতো; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **এক-প্রিয়**—একমাত্র প্রিয়; **সুহৃত্তমঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু; **দাসবৎ**—ভৃত্যের মতো; **সন্নত**—সর্বদা অনুগত; **আর্য-অঙ্ঘ্রিঃ**—মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে; **পিতৃবৎ**—ঠিক পিতার মতো; **দীন-বৎসলঃ**—দীনজনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ; **ভ্রাতৃবৎ**—ঠিক ভ্রাতার মতো; **সদৃশে**—তাঁর সমান ব্যক্তিদের প্রতি; **স্নিগ্ধঃ**—অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত; **গুরুষু**—গুরুদেবের প্রতি; **ঈশ্বর-ভাবনঃ**—ঈশ্বরতুল্য মনে করতেন; **বিদ্যা**—শিক্ষা; **অর্থ**—ধন; **রূপ**—সৌন্দর্য; **জন্ম**—আভিজাত্য; **আঢ্যঃ**—সমন্বিত; **মান**—গর্ব; **স্তম্ভ**—অনম্রতা; **বিবর্জিতঃ**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

অনুবাদ

(এখানে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।) তিনি ব্রহ্মণ্য গুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র এবং পরম সত্যকে জানতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়কে সর্বতোভাবে সংযত করেছিলেন। পরমাত্মার মতো তিনি সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু এবং সৌহার্দ্য-পরায়ণ ছিলেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি তিনি ভৃত্যের মতো আচরণ করতেন, দরিদ্রদের প্রতি তিনি পিতার মতো বাৎসল্য প্রকাশ করতেন, সমান ব্যক্তিদের প্রতি তিনি ভ্রাতার মতো অনুরক্ত ছিলেন, এবং তিনি তাঁর গুরু ও জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাদের ঈশ্বরতুল্য সম্মান করতেন। তিনি বিদ্যা, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও আভিজাত্য জনিত গর্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

এইগুলি বৈষ্ণবের কয়েকটি গুণ। বৈষ্ণব স্বভাবতই ব্রাহ্মণ, কারণ বৈষ্ণবের মধ্যে ব্রাহ্মণের সমস্ত সদ্‌গুণ বর্তমান।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

"শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজ কর্ম।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৪২) এই সমস্ত গুণগুলি বৈষ্ণবের শরীরে প্রকাশিত হয়। তাই আদর্শ বৈষ্ণব আদর্শ ব্রাহ্মণও, যে কথা *ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ* শব্দগুলির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব সর্বদাই পরম সত্যকে জানতে বদ্ধপরিকর, এবং পরম সত্যকে জানতে হলে সর্বতোভাবে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ এই সমস্ত গুণ সমন্বিত ছিলেন। বৈষ্ণব হচ্ছেন সর্বদাই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ষড়্‌গোস্বামীদের চরিত্র বর্ণনা

মতো তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন না। চরম বিপদেও তিনি উদ্বিগ্ন হতেন না এবং তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈদিক সকাম কর্মে আগ্রহী ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জড় বস্তুকে অর্থহীন বলে মনে করতেন, এবং তাই তিনি সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁর ইন্দ্রিয় এবং প্রাণকে সংযত করে, স্থির বুদ্ধি এবং দৃঢ়সংকল্প সহকারে তাঁর সমস্ত কামবাসনা দমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ কেবল তার জন্ম অনুসারে যোগ্য বা অযোগ্য হয় না। জন্মসূত্রে প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন অসুর, তবুও তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণ সমন্বিত ছিলেন (*ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ*)। সদ্‌গুরুর নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি সর্বতোভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণ হতে পারেন। কিভাবে শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করে তাঁর আদেশ প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে হয়, তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদ মহারাজ দিয়েছেন।

শ্লোক ৩৪

যস্মিন্ মহদ্‌গুণা রাজন্ গৃহ্যন্তে কবিভির্মুহুঃ ।
ন তেঽধুনাপিথীয়ন্তে যথা ভগবতীশ্বরে ॥ ৩৪ ॥

যস্মিন্—যাঁর; **মহৎ-গুণাঃ**—মহৎ গুণাবলী; **রাজন্**—হে রাজন্; **গৃহ্যন্তে**—কীর্তিত হয়; **কবিভিঃ**—চিন্তাশীল এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিদের দ্বারা; **মুহুঃ**—সর্বদা; **ন**—না; **তে**—এইগুলি; **অধুনা**—আজও; **পিথীয়ন্তে**—ম্লান হয়; **যথা**—যেমন; **ভগবতি**—ভগবানের; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

হে রাজন্, প্রহ্লাদ মহারাজের মহৎ গুণাবলী আজও জ্ঞানবান মহাত্মা এবং বৈষ্ণবেরা কীর্তন করে থাকেন। সমস্ত সদ্‌গুণ যেমন ভগবানের মধ্যে সর্বদাই বিরাজমান, তেমনই তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের মধ্যেও সেইগুলি নিত্য বিরাজমান।

তাৎপর্য

প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, প্রহ্লাদ মহারাজ এখনও বৈকুণ্ঠলোকে এবং এই জড় জগতে সুতললোকে যুগপৎ বিরাজমান। বিভিন্ন স্থানে যুগপৎ বর্তমান থাকার এই দিব্য গুণটি ভগবানেরই একটি গুণ। *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, আবার সেই সঙ্গে তিনি তাঁর স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবনেও বাস করেন। ভগবদ্ভক্ত তাঁর অনন্য ভক্তির ফলে প্রায় ভগবানেরই মতো সমস্ত গুণাবলী অর্জন করেন। সাধারণ জীব এত যোগ্য হতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভগবানেরই মতো যোগ্য হতে পারে, তবে পূর্ণরূপে নয়, আংশিকভাবে।

শ্লোক ৩৫

যং সাধুগাথাসদসি রিপবোঽপি সুরা নৃপ ।
প্রতিমানং প্রকুর্বন্তি কিমুতান্যে ভবাদৃশাঃ ॥ ৩৫ ॥

যম্—যাঁকে; **সাধু-গাথা-সদসি**—যে সভায় সাধুরা সমবেত হন অথবা উন্নত গুণাবলীর আলোচনা হয়; **রিপবঃ**—যারা প্রহ্লাদ মহারাজের শত্রু ছিল (প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তের প্রতিও মানুষেরা শত্রুভাবাপন্ন হয়, এমন কি তাঁর পিতাও); **অপি**—ও; **সুরাঃ**—দেবতাগণ (দেবতারা অসুরদের শত্রু, এবং প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই দেবতাদের তাঁর শত্রু হওয়ার কথা ছিল); **নৃপ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **প্রতিমানম্**—শ্রেষ্ঠ ভক্তের আদর্শ দৃষ্টান্ত; **প্রকুর্বন্তি**—তারা করে; **কিম্ উত**—আর কি কথা; **অন্যে**—অন্যদের; **ভবাদৃশাঃ**—আপনার মতো মহান ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে সভায় সাধু এবং ভগবদ্ভক্তদের সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সেখানে অসুরদের শত্রু দেবতারাও মহান ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। আপনাদের মতো মহৎ ব্যক্তিদের তো কথাই নেই।

শ্লোক ৩৬

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে ।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥ ৩৬ ॥

গুণৈঃ—চিন্ময় গুণাবলী সহ; **অলম্**—কি প্রয়োজন; **অসংখ্যেয়ৈঃ**—অসংখ্য; **মাহাত্ম্যম্**—মাহাত্ম্য; **তস্য**—তাঁর (প্রহ্লাদ মহারাজের); **সূচ্যতে**—সূচিত হয়; **বাসুদেবে**—বসুদেব তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **যস্য**—যার; **নৈসর্গিকী**—স্বাভাবিক; **রতিঃ**—আসক্তি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজের অসংখ্য গুণাবলী কে নির্ণয় করতে পারে? বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং অনন্য ভক্তি ছিল। তাঁর পূর্বকৃত ভক্তির প্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আসক্তি ছিল। যদিও তাঁর সদ্‌গুণগুলির গণনা করা সম্ভব নয়, তবুও তার ফলে সিদ্ধ হয় যে, তিনি ছিলেন একজন মহাত্মা।

তাৎপর্য

জয়দেব গোস্বামী তাঁর *দশাবতার স্তোত্রে* গেয়েছেন, *কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে*। ভগবান নৃসিংহদেব যিনি কেশব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তাঁরই ভক্ত ছিলেন প্রহ্লাদ মহারাজ। তাই এই শ্লোকে যখন বলা হয় *বাসুদেবে ভগবতি*, তখন বুঝতে হবে যে, নৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের আসক্তি ছিল বসুদেব-তনয় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই আসক্তি। সেই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজকে একজন মহাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৯) বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্তই হচ্ছেন মহাত্মা এবং সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের আসক্তি পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে। *কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা*। প্রহ্লাদ মহারাজের হৃদয় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই পূর্ণ থাকত। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন আদর্শ কৃষ্ণভক্ত।

শ্লোক ৩৭

ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বৎ তন্মনস্তয়া ।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥ ৩৭ ॥

ন্যস্ত—পরিত্যাগ করে; **ক্রীড়নকঃ**—সব রকম খেলাধুলা বা শিশুসুলভ খেলার প্রবণতা; **বালঃ**—বালক; **জড়বৎ**—জড়ের মতো নিষ্ক্রিয়; **তৎ-মনস্তয়া**—শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; **কৃষ্ণগ্রহ**—গ্রহের প্রভাবের মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রবল প্রভাবের দ্বারা; **গৃহীত-আত্মা**—যাঁর মন পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়েছিল; **ন**—না; **বেদ**—বুঝতে পেরেছিলেন; **জগৎ**—সমগ্র জড় জগৎ; **ঈদৃশম্**—এই প্রকার।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর শৈশব থেকেই শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বতোভাবে সেগুলি পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁর মন সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকত, তাই তিনি বুঝতে পারতেন না কিভাবে এই জগৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন মহাত্মার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ৮/২৭৪) বলা হয়েছে—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥

পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি এই জড় জগতে অবস্থান করলেও, সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছু দর্শন করেন না। এটিই মহাভাগবতের লক্ষণ। মহাভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমপরায়ণ হওয়ার ফলে, সর্বত্রই কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নে ভক্তেরা সর্বদা যাঁকে দর্শন করেন, ভক্তের হৃদয়ে তাঁর নিত্য শ্যামসুন্দর রূপে যিনি দৃষ্ট হন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" উত্তম ভক্ত বা মহাত্মা, যাঁর দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ, তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থেকে নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করেন। কথিত হয় যে, কারও উপর যদি শনি, রাহু অথবা কেতু আদি অশুভ গ্রহের প্রভাব থাকে,

তা হলে তাদের কোন কার্যে উন্নতি হয় না। তার ঠিক বিপরীতভাবে, প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণরূপ পরম গ্রহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি জড়-জাগতিক বিষয়ে চিন্তা করতে পারতেন না এবং কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবন ধারণ করতে পারতেন না। সেটিই মহাভাগবতের লক্ষণ। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শত্রুও হয়, মহাভাগবত দর্শন করেন যে, সেও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। এই সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, কারও যখন পাণ্ডুরোগ হয়, তখন তার দৃষ্টিতে সব কিছুই হলুদ বলে মনে হয়। তেমনই, মহাভাগবতের কাছে, তিনি নিজে ছাড়া আর সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত বলে প্রতীত হয়।

প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন সর্বজনস্বীকৃত মহাভাগবত। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আসক্তি ছিল (*নৈসর্গিকী রতিঃ*)। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার স্বাভাবিক রতির বর্ণনা এই শ্লোকে করা হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও ছিলেন একটি বালক, তবুও তাঁর খেলাধুলার প্রতি কোন রকম রুচি ছিল না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *বিরক্তিরন্যত্র চ*—আদর্শ কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ হচ্ছে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি বিরক্তি। একটি বালকের পক্ষে খেলাধুলা ত্যাগ করা অসম্ভব, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তম ভক্তির স্তরে অবস্থিত হওয়ার ফলে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যেমন সর্বদাই জড়-জাগতিক লাভের চিন্তায় মগ্ন থাকে, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহাভাগবত তেমনই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

শ্লোক ৩৮

আসীনঃ পর্যটন্নশ্নন্ শয়ানঃ প্রপিবন্ ব্রুবন্ ।
নানুসন্ধত্ত এতানি গোবিন্দপরিরম্ভিতঃ ॥ ৩৮ ॥

আসীনঃ—উপবেশন করার সময়; **পর্যটন্**—হাঁটার সময়; **অশ্নন্**—আহার করার সময়; **শয়ানঃ**—শয়ন করার সময়; **প্রপিবন্**—পান করার সময়; **ব্রুবন্**—কথা বলার সময়; **ন**—না; **অনুসন্ধত্তে**—জানতেন; **এতানি**—এই সমস্ত কার্যকলাপ; **গোবিন্দ**—ইন্দ্রিয়ের আনন্দ প্রদানকারী ভগবানের দ্বারা; **পরিরম্ভিতঃ**—আলিঙ্গিত হয়ে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এইভাবে ভগবানের দ্বারা সর্বদা আলিঙ্গিত হয়ে, তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন না কিভাবে উপবেশন,

পর্যটন, ভোজন, শয়ন, পান, কথোপকথন আদি দৈহিক প্রয়োজনগুলি আপনা থেকেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

একটি ছোট শিশু যখন তার মায়ের দ্বারা লালিত-পালিত হয়, তখন সে বুঝতে পারে না কিভাবে তার খাওয়া, শোওয়া, মল-মূত্রত্যাগ আদি দৈহিক আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হচ্ছে। সে কেবল তার মায়ের কোলে থেকেই সন্তুষ্ট থাকে। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ ঠিক একটি শিশুর মতো গোবিন্দের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। তাঁর দেহের আবশ্যকতাগুলি তাঁর অজ্ঞাতসারেই সম্পাদিত হচ্ছিল। পিতামাতা যেভাবে তাঁদের শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সেইভাবে গোবিন্দ প্রহ্লাদ মহারাজের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন, যিনি সর্বদাই গোবিন্দের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত। প্রহ্লাদ মহারাজ কৃষ্ণভাবনামৃতের সিদ্ধির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৩৯

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্‌গায়তি ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **রুদতি**—ক্রন্দন করতেন; **বৈকুণ্ঠ-চিন্তা**—শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়; **শবল-চেতনঃ**—যাঁর চেতনা বিহ্বল; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **হসতি**—হাসতেন; **তৎ-চিন্তা**—তাঁর চিন্তায়; **আহ্লাদঃ**—আনন্দিত হয়ে; **উদ্‌গায়তি**—উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও।

অনুবাদ

কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল চিত্তে কখনও তিনি ক্রন্দন করতেন, কখনও হাসতেন, কখনও আনন্দ প্রকাশ করতেন এবং কখনও উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে একটি শিশুর সঙ্গে ভক্তের তুলনা আরও স্পষ্টীকৃত হয়েছে। মা যখন শিশুকে বিছানায় বা দোলনায় রেখে গৃহস্থালীর কার্য করতে চলে যায়, তখন শিশু বুঝতে পারে যে তার মা চলে গেছে, তাই সে কাঁদতে থাকে। কিন্তু মা যখন ফিরে এসে আবার শিশুটির লালন-পালন করতে থাকে, তখন শিশুটি আনন্দে

হাসতে থাকে। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থেকে কখনও কখনও বিরহ অনুভব করে ভাবতেন, "কৃষ্ণ কোথায়?" সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন। *শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে* । উত্তম ভক্ত যখন অনুভব করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ চলে গেছেন বা অদৃশ্য হয়েছেন, তখন তাঁর বিরহে তিনি ক্রন্দন করেন, এবং কখনও কখনও তিনি যখন দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তখন তিনি একটি শিশুর মতো আনন্দে হাসতে থাকেন। এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে বলা হয় *ভাব* । *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে এই সমস্ত *ভাবের* পূর্ণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত *ভাব* শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপে দৃষ্ট হয়।

শ্লোক ৪০

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ ।
ক্বচিৎ তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥ ৪০ ॥

নদতি—"হে কৃষ্ণ" বলে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে আবেগ প্রকাশ করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও; **উৎকণ্ঠঃ**—উৎকণ্ঠিত হয়ে; **বিলজ্জঃ**—লজ্জারহিত হয়ে; **নৃত্যতি**—তিনি নৃত্য করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ক্বচিৎ**—কখনও; **তৎ-ভাবনা**—শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়; **যুক্তঃ**—মগ্ন হয়ে; **তৎ-ময়ঃ**—তিনি যেন কৃষ্ণ হয়ে গেছেন বলে মনে করে; **অনুচকার**—অনুকরণ করতেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

কখনও ভগবানকে দর্শন করে, প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্ণ উৎকণ্ঠার বশে উচ্চস্বরে তাঁকে ডাকতেন। কখনও আনন্দে লজ্জারহিত হয়ে নৃত্য করতেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তন্ময়তা লাভ করতেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে ভগবানের লীলার অনুকরণ করতেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ কখনও কখনও অনুভব করতেন যে, তিনি ভগবানের থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন এবং তাই তিনি উচ্চস্বরে তাঁকে ডাকতেন। তিনি যখন দেখতেন যে ভগবান তাঁর সম্মুখে রয়েছেন, তখন তিনি পূর্ণরূপে হরষিত হতেন। কখনও কখনও নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করে ভগবানের লীলার অনুকরণ

করতেন, এবং ভগবানের বিরহে কখনও কখনও উন্মাদের মতো আচরণ করতেন। ভক্তের এই সমস্ত ভাবনা নির্বিশেষবাদীরা বুঝতে পারে না। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধির পথে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। প্রথম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, কিন্তু আরও অগ্রসর হয়ে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং অবশেষে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মাধুর্য, এই দিব্য ভাব অবলম্বনে ভগবানের আরাধনা করা যায়। এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ বাৎসল্য ভাবে মগ্ন হয়েছিলেন। মা দূরে চলে গেলে শিশু যেমন ক্রন্দন করে, প্রহ্লাদ মহারাজও তেমনই ক্রন্দন করতেন (*নদতি*)। আবার, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্ত কখনও কখনও দেখতে পান যে, তাঁকে শান্ত করার জন্য ভগবান অনেক দূর থেকে আসছেন, ঠিক মাতা যেমন শিশুকে শান্ত করে বলেন, "আমার খোকা, তুমি আর কেঁদো না। আমি এসে গেছি।" ভক্ত তখন তাঁর পরিবেশ এবং পরিস্থিতির জন্য লজ্জিত না হয়ে, "আমার প্রভু এসে গেছেন! আমার প্রভু এখানে এসেছেন!" বলে মনে করে আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করেন। এইভাবে ভক্ত পূর্ণ আনন্দে ভগবানের লীলার অনুকরণ করেন, ঠিক যেভাবে গোপবালকেরা বৃন্দাবনের বনে পশুদের আচরণ অনুকরণ করতেন। ভক্ত এইভাবে ভগবানের অনুকরণ করলেও তিনি কখনও সত্যি সত্যি ভগবান হয়ে গেছেন বলে মনে করেন না। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রভাবেই এখানে বর্ণিত চিন্ময় আনন্দ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **উৎপুলকঃ**—রোমাঞ্চিত হয়ে; **তূষ্ণীম্**—সম্পূর্ণরূপে মৌন; **আস্তে**—থাকতেন; **সংস্পর্শ-নির্বৃতঃ**—ভগবানের সংস্পর্শে গভীর আনন্দ অনুভব করে; **অস্পন্দ**—স্থির; **প্রণয়-আনন্দ**—ভগবৎ প্রেমজনিত দিব্য আনন্দ; **সলিল**—অশ্রুপূর্ণ; **আমীলিত**—অর্ধনিমীলিত; **ঈক্ষণঃ**—যাঁর চক্ষু।

অনুবাদ

কখনও কখনও ভগবানের করকমলের স্পর্শ অনুভব করে, তিনি আনন্দমগ্ন হয়ে মৌন হয়ে থাকতেন, তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হত এবং ভগবৎ প্রেমে তাঁর অর্ধনিমীলিত নেত্র থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ত।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন ভগবানের বিরহ অনুভব করেন, তখন তিনি ভগবানকে দর্শন করার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন, এবং যখন তিনি বিরহ-বেদনা অনুভব করেন, তখন তাঁর অর্ধনিমীলিত নেত্র থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন, *যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্* । *চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্* শব্দ দুটি ভক্তের চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ার ইঙ্গিত করছে। শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমানন্দের এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রহ্লাদ মহারাজের শরীরে প্রকট হয়েছিল।

শ্লোক ৪২

স উত্তমশ্লোকপদারবিন্দয়ো-
র্নিষেবয়াকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া ।
তন্বন্ পরাং নির্বৃতিমাত্মনো মুহু-
র্দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ শমং ব্যধাৎ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি (প্রহ্লাদ মহারাজ); **উত্তম-শ্লোক-পদারবিন্দয়োঃ**—দিব্য স্তুতির দ্বারা যাঁর আরাধনা করা হয়, সেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **নিষেবয়া**—নিরন্তর সেবার দ্বারা; **অকিঞ্চন**—সেই ভক্তদের, যাঁদের জড় জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই; **সঙ্গ**—সান্নিধ্যে; **লব্ধয়া**—লব্ধ; **তন্বন্**—বিস্তার করে; **পরাম্**—সর্বোচ্চ; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ; **আত্মনঃ**—আত্মার; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **দুঃসঙ্গ-দীনস্য**—অসৎ সঙ্গের ফলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দরিদ্র ব্যক্তির; **মনঃ**—মন; **শমম্**—শান্ত; **ব্যধাৎ**—বিধান করতেন।

অনুবাদ

অকিঞ্চন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ণ আনন্দময় রূপ দর্শন করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দরিদ্র ব্যক্তিরাও পবিত্র হত। অর্থাৎ, প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের দিব্য আনন্দ প্রদান করতেন।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে প্রহ্লাদ মহারাজ এমন একটি পরিস্থিতিতে ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতা সর্বদা তাঁকে নির্যাতন করেছিল। এই পরিস্থিতিতে কারও মন অবিচলিত থাকতে

পারে না, কিন্তু ভক্তি যেহেতু অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা, তাই প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর নির্যাতনেও কখনও বিচলিত হননি। পক্ষান্তরে, তাঁর শরীরের ভগবৎ প্রেমানন্দের লক্ষণগুলি দৈত্যকুলোদ্ভূত তাঁর বন্ধুদের চিত্তের পরিবর্তন সাধন করেছিল। তাঁর পিতার নির্যাতনে বিচলিত হওয়ার পরিবর্তে, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর বন্ধুদের প্রভাবিত করেছিলেন এবং তাঁদের চিত্ত নির্মল করেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভৌতিক অবস্থার দ্বারা কলুষিত হন না, পক্ষান্তরে শুদ্ধ ভক্তের আচরণ দর্শন করে, ভৌতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে এবং দিব্য আনন্দ আস্বাদন করে।

শ্লোক ৪৩

তস্মিন্ মহাভাগবতে মহাভাগে মহাত্মনি ।
হিরণ্যকশিপূ রাজন্নকরোদঘমাত্মজে ॥ ৪৩ ॥

তস্মিন্—সেই; **মহা-ভাগবতে**—ভগবানের মহান ভক্ত; **মহাভাগে**—পরম সৌভাগ্যবান; **মহা-আত্মনি**—যাঁর চিত্ত অত্যন্ত উদার; **হিরণ্যকশিপুঃ**—দৈত্য হিরণ্যকশিপু; **রাজন্**—হে রাজন্; **অকরোৎ**—করেছিল; **অঘম্**—মহাপাপ; **আত্মজে**—তার নিজের পুত্রের প্রতি।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু সেই মহাভাগবত, মহাভাগ্যবান প্রহ্লাদকে নির্যাতন করেছিল, যদিও তিনি ছিলেন তার নিজের পুত্র।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপুর মতো অসুর যখন ভক্তকে নির্যাতন করতে শুরু করে, তখন কঠোর তপস্যার প্রভাবে লব্ধ তার উচ্চপদ থেকে অধঃপতন শুরু হয়, এবং তার তপস্যার ফল নষ্ট হয়ে যায়। যারা শুদ্ধ ভক্তদের নির্যাতন করে, তাদের তপস্যা এবং পুণ্যকর্মের সমস্ত ফল নষ্ট হয়ে যায়। হিরণ্যকশিপু যেহেতু তার মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে নির্যাতন করতে শুরু করেছিল, তাই সে তার ঐশ্বর্য হারাতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৪৪

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

দেবর্ষ এতদিচ্ছামো বেদিতুং তব সুব্রত ।
যদাত্মজায় শুদ্ধায় পিতাদাৎ সাধবে হ্যঘম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—যুধিষ্ঠির মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন; **দেবর্ষে**—হে দেবর্ষি; **এতৎ**—এই; **ইচ্ছামঃ**—আমি ইচ্ছা করি; **বেদিতুম্**—জানতে; **তব**—আপনার কাছ থেকে; **সু-ব্রত**—আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে দৃঢ়সংকল্প; **যৎ**—যেহেতু; **আত্মজায়**—তার নিজের পুত্রকে; **শুদ্ধায়**—যিনি ছিলেন অত্যন্ত শুদ্ধ এবং মহান; **পিতা**—পিতা, হিরণ্যকশিপু; **অদাৎ**—দিয়েছিল; **সাধবে**—একজন মহাত্মা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অঘম্**—দুঃখ।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে দেবর্ষে, হে সুব্রত, প্রহ্লাদ যদিও ছিল তার পুত্র, তবুও হিরণ্যকশিপু কিভাবে সেই নির্মল হৃদয় মহাত্মাকে দুঃখ দিয়েছিল? এই বিষয়ে আমি আপনার কাছে জানতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলী সম্বন্ধে জানতে হলে, দেবর্ষি নারদের মতো মহাজনের কাছে প্রশ্ন করতে হয়। অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/২৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ*—ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকেই কেবল যথাযথভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের বিষয়ে জানা যায়। নারদ মুনির মতো ভক্তকে *সুব্রত* বলে সম্বোধন করা হয়। সু মানে 'ভাল', এবং ব্রত মানে 'প্রতিজ্ঞা'। অতএব *সুব্রত* শব্দটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে, যাঁর এই অসৎ এবং অনিত্য জড় জগতে কিছুই করণীয় নেই। শুষ্ক জ্ঞানের গর্বে গর্বিত জড় বিষয়ের পণ্ডিতদের কাছ থেকে কখনও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জানা যায় না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—ভক্তির মাধ্যমে এবং ভক্তের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করা উচিত। তাই শ্রীনারদ মুনির কাছে প্রহ্লাদ মহারাজের বিষয়ে যুধিষ্ঠির মহারাজ যে জানতে চেয়েছিলেন তা যথাযথ ছিল।

শ্লোক ৪৫

পুত্রান্ বিপ্রতিকূলান্ স্বান পিতরঃ পুত্রবৎসলাঃ ।
উপালভন্তে শিক্ষার্থং নৈবাঘমপরো যথা ॥ ৪৫ ॥

পুত্রান্—পুত্রগণ; **বিপ্রতিকূলান্**—পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী; **স্বান্**—তাদের নিজেদের; **পিতরঃ**—পিতাদের; **পুত্র-বৎসলাঃ**—পুত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়ে; **উপালভন্তে**—তিরস্কার করে; **শিক্ষার্থম্**—শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অঘম্**—দণ্ড; **অপরঃ**—শত্রু; **যথা**—সদৃশ।

অনুবাদ

পিতামাতা সর্বদাই তাঁদের সন্তানদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হন। সন্তান অবাধ্য হলে পিতামাতা তাদের তিরস্কার করেন। সেই তিরস্কার শত্রুতার বশে নয়, পক্ষান্তরে সন্তানের শিক্ষার জন্য এবং তার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু কিভাবে তার এই প্রকার মহান পুত্রকে উৎপীড়ন করেছিল? সেই কথাই আমি জানতে উৎসুক।

শ্লোক ৪৬

কিমুতানুবশান্ সাধূংস্তাদৃশান্ গুরুদেবতান্ ।
এতৎ কৌতূহলং ব্রহ্মন্নস্মাকং বিধম প্রভো ।
পিতুঃ পুত্রায় যদ্ দ্বেষো মরণায় প্রযোজিতঃ ॥ ৪৬ ॥

কিম্ উত—অনেক কম; **অনুবশান্**—আজ্ঞানুবর্তী আদর্শ পুত্রদের; **সাধূন্**—মহান ভক্তদের; **তাদৃশান্**—সেই প্রকার; **গুরু-দেবতান্**—পিতাকে ভগবানের মতো সম্মান প্রদানকারী; **এতৎ**—এই; **কৌতূহলম্**—সংশয়; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **অস্মাকম্**—আমাদের; **বিধম**—দূর করুন; **প্রভো**—হে প্রভু; **পিতুঃ**—পিতার; **পুত্রায়**—পুত্রকে; **যৎ**—যা; **দ্বেষঃ**—দ্বেষ; **মরণায়**—হত্যা করার জন্য; **প্রযোজিতঃ**—নিয়োজিত।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন—এই প্রকার আজ্ঞানুবর্তী, সদাচারী এবং পিতৃভক্ত পুত্রের প্রতি হিংসা আচরণ করা পিতার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? হে ব্রাহ্মণ, হে প্রভু, স্বভাবত স্নেহশীল পিতা তার মহান পুত্রকে দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে

তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে, সেই কথা আমি কখনও শুনিনি। দয়া করে আপনি আমার এই সন্দেহ দূর করুন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের ইতিহাসে স্নেহপরায়ণ পিতার মহান ভগবদ্ভক্ত পুত্রকে দণ্ডদানের দৃষ্টান্ত বিরল। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সন্দেহ দূর করতে নারদ মুনিকে অনুরোধ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্যকশিপুর সন্ত্রাস' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।